OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 457 - 464*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 457 - 464*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# মল্লিকা সেনগুপ্ত এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর

বীরেশ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : biresh.001@rediffmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*gradually, developed, worshiped, entertainment, struggling, assaulted, victimized, struggling.*

***Abstract***
*Mallika Sengupta is one of the most powerful poets of the eighties. She has gradually developed herself in the world of Bengali poetry. She took poetry lessons from the elder poets and devoted herself to writing one poem at a time. Poetry for her is not only for leisure and entertainment but she wants to make poetry one of the means of protest of helpless women. She wrote about the victimized, struggling women as well as about the little girl who was sexually assaulted on the school bus. Again, Amrapali, Tuten Khamen's mother, Sujata, Phulan Devi wrote about Winnie Mandela, as well as Sita, Krishna has been reconstructed a new. Mallika wanted to give an important message to the society through poetry. She played a very important role in building the language in which today's young poets write poetry. She did not limit herself only to poetry, wrote many articles, novels, etc. Mallika did not believe that men are the enemies of women, rather she was against the patriarchal social system. In the book 'Purush Noy Purushtantra', Mallika has given a beautiful description of the one who has worshiped women in the knowledge of goddess on the one hand and on the other hand has made women slaves to serve their own interests and made them slaves. In fact, no one is born as a woman, one has to become a woman according to the needs of the society. This becoming a woman is a social process that is constantly happening in the society, the book 'Strilinga Nirman' is about her. Mallika's 'Sitayan' is a very relevant book. We have been listening to Ramayana for a long time but she told the story of Sita as Sitayan. She strongly protested against the fact that women have been thought of as the consumer goods of men for ages. Sita here is not only a goddess but also an independent woman of flesh and blood. On the other hand, in the book 'Kabir Bauthan', we see the old customs, traditional ideas, barriers and obstacles. The then noble Tagore family was no exception to these. Various characters of Tagore family are crowded in this novel. In this novel, Mallika has made a woman's self-discovery in the heart of Tagore's family. In her works, the marginalised, helpless, cornered Bengali girls have come up again and again. Despite standing in a patriarchal society, she protested about women's rights with an unyielding attitude.*

## Discussion

মল্লিকা সেনগুপ্ত ২৭ মার্চ ১৯৬০ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে 'বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী ও বাংলা উপন্যাস (১৯৭৪-৯৪) একটি নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ২০০৫ সালের জুলাই মাসে। পরবর্তী কর্মজীবনে কলকাতার মহারানী কাশীশ্বরী কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন আর এক উল্লেখযোগ্য কবি সুবোধ সরকার। ১৯৮১ সাল থেকে মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখালেখি শুরু, ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' এরপর একে একে লিখেছেন 'সোহাগ শর্বরী', 'আমি সিন্ধুর মেয়ে', 'হাঘরে ও দেবদাসী', 'অর্ধেক পৃথিবী', 'মেয়েদের অ আ ক খ', 'কথামানবী', 'দেওয়ালির রাত', 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই', 'পুরুষকে লেখা চিঠি', 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', 'আমাকে সারিয়ে দাও, ভালোবাসা', 'ও জানেমন জীবনানন্দ, বনলতা সেন লিখছি', 'বৃষ্টিমিছিল বারুদমিছিল'। এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে লিখেছেন- 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র', 'সীতায়ন', 'শ্লীলতাহানির পরে', 'কবির বৌঠান' ইত্যাদি কালজয়ী গ্রন্থ, এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। এই সমস্ত লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা খুব সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর জীবন জিজ্ঞাসা, মুক্তির সন্ধান, নানা বিষয়ে আমৃত্যু লিখেছেন তিনি। ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জুনিয়র রাইটার ফেলোশিপ পেয়েছেন। ওই বছরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে সুকান্ত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মল্লিকা সেনগুপ্ত আশির দশকের একজন অন্যতম শক্তিশালী কবি। ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' প্রকাশিত হলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অভিভূত হয়ে বলেছিলেন— 'বাংলা কবিতার জগতে সে নিজের পাকাপাকি স্থান করে নেবে অবশ্যই'। এই উক্তি যে একজন অনুজ কবির প্রতি অগ্রজ কবির শুধু সম্ভাষণ মাত্র নয়, নিজের প্রকাশিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তা প্রমাণ করেছেন মল্লিকা। বাংলা সাহিত্য জগতে নিজেকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছেন তিনি। অগ্রজ কবিদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভরে বাংলা কবিতার পাঠ নিয়েছেন, তেমনি নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন এক একটি কবিতা রচনার জন্যে। কবিতা তাঁর কাছে শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য নয় বরং তিনি কবিতাকে করতে চেয়েছেন অসহায় নারীদের প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম। মল্লিকা সেনগুপ্ত নিজেকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন কবিতার অনুসন্ধিৎসায়। কেন লেখেন তার জবাব দিতে গিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় বলেছেন—

> "আমার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাস বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসভঙ্গ নিগ্রহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি; ...যে অভিজ্ঞতাগুলো অনেকদিন চাপা পড়েছিল অসূর্যম্পশ্যা ঘাসের মত, আমি সেই অন্ধকার ঘাসে রোদ লাগাতে চেয়েছি, যে প্রতিবাদ ঢেকে রাখা হাঁড়ির মত, বাংলা কবিতার হাটে সেই হাঁড়ি ভাঙতে চেয়েছি, অমরত্ব কখনও চাইনি। আমার কবিতা গ্রামীণ পটচিত্রের মত, মানুষ আর 'মেয়ে মানুষে'র ছবি কথা লিখতে চেয়েছি। কথা মানবীর মতই ইতিহাসে ছাই ও ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি।"[১]

এক আশ্চর্য জীবনীশক্তি ছিল মল্লিকার। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিও তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন জীবনের শেষ ভ্রমন গোয়ায়, ফিরে এসে নতুন করে মহাভারত লিখতে বসেছিলেন তিনি, সেই লম্বা অসমাপ্ত খেরোর খাতা ড্রয়ারে বন্দী রেখেই সময়ের অনেক আগে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন মল্লিকা।

মল্লিকা সেনগুপ্তের সমসাময়িক কবিরা হলেন চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, জহরসেন মজুমদার, চিত্তরঞ্জন হীরা, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, সুতপা সেনগুপ্ত, সংযম পাল প্রমুখ। এরা সকলেই মল্লিকা সেনগুপ্তের সমসাময়িক আশির দশকের কবি। প্রায় একই সময়ে লেখালেখি আরম্ভ করলেও এদের প্রত্যেকের ভাব, ভঙ্গি, ভাষা আলাদা আলাদা। বাংলা কবিতার প্রাঙ্গনে নিজেকে মেলে ধরবার চেষ্টা করেছেন এঁরা সকলেই। তবে এঁদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ধারায় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সমাজের অবহেলিত অসহায়

বঞ্চিত নিপীড়িত নারীদের কথা। কবিতা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে এই সব নারীদের প্রতিবাদের মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারীর প্রতি বিভিন্ন শোষণ, বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। নারী হয়ে নারীর জবানিতে নারীর কথা যখন বলতে এসেছিলেন মল্লিকা তখন পরিস্থিতি এতটা সহজ ছিল না। হয়তো দু-একজন নারী কবি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু তা খুবই সামান্য, পুরুষ কবিদের ভিড়ে কোণঠাসা। অগ্রজ নারী কবির মৃত্যুর স্মরণ সভায় এক অন্য ধরনের ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন তিনি। দেখেছেন পুরুষ সহকর্মীদের কাছে সেই কবির সৃষ্টিকর্ম থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তার মুখরোচক ব্যক্তিজীবন। সেদিনই নারীর সামাজিক অবস্থানের এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তবু এই নারীদের কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি আজীবন। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য তাই তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

> “পুরুষতন্ত্র নারি-অভিজ্ঞতার যে বিস্তীর্ণ ভূগোলকে চিরদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণ মহাদেশ করে রেখেছে, পারাপারহীন সেই নৈঃশব্দ মন্থন করেই মল্লিকার সোচ্চার আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব তিমিরবিনাশী সূর্যালোকের মতো, তাই তা অনভ্যস্থ ও অপ্রস্তুত চোখ ধাঁধিয়ে দেয় স্পষ্টতা ও তীব্রতার অভিসারে। কবিতার অস্থির ভিতর যে ইতিহাস-চেতনার অস্তিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন জীবনানন্দ, নারি-চেতনাবাদী কবিতায় সেই অস্তিত্বের উপস্থিতি অমোঘ ও স্বয়ংপ্রকাশ। এভাবেই আধুনিকতাবাদী ব্যক্তি-সর্বস্বতার নরক থেকে উৎক্রান্তি অর্জন করেন মল্লিকা, তাঁর কবিতা আগাগোড়াই ব্যক্তি-অতিযায়ী ও সমষ্টি-চেতনার অভিব্যক্তি।”[২]

নির্যাতীতা, সংগ্রামী মহিলাদের নিয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন স্কুলবাসে যৌন হেনস্তার শিকার হওয়া বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়েও। আবার আম্রপালি, তুতেন খামেনের মা, সুজাতা, ফুলন দেবী, উইনি ম্যান্ডেলাকে নিয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি আবার সীতা, কৃষ্ণাদের নতুন করে বিনির্মাণ করেছেন। তাই তো তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

> “আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে
> আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে
> আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে
> আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে।”[৩]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে চিরকাল পণ্য হিসেবে জেনেছে, আবার প্রয়োজনে মহত্বের শীর্ষে তুলেছে। মাতৃত্বের জয়গান গেয়েছে, আবার যে মায়ের গর্ভে সন্তানের জন্ম, পিতার আদেশে সেই মাকেই হত্যা করতে পারে পুত্র —

> “মায়ের গা থেকে যত অতিকথা কবিতা কল্পনা
> পলেস্তারা খুলে ফেলে দেখো, তারও রক্তে উত্তাপ
> তারও বুকে ধক্‌ধক্‌ করে হৃদরোগ, প্রণয়ের ভাষা
> মাতৃহত্যা মনে পড়ে ওরেস্টেস, পরশুরামের!”[৪]

আজ কমপিউটার হাত রাখে নারী, ছুঁয়েছে আধুনিকতার সর্বোচ্চ সীমা অথচ একদিন সে বঞ্চিত ছিল বেদ পড়বার সুযোগ থেকেও, মেয়েরা ছিল শুধুই ঘরনি। হাজার বছর পেরিয়ে মেয়েরা যখন প্রস্তুতি নিয়েছিল বালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার তখনই ধেয়ে এসেছিল বিধিনিষেধের বাণী ‘লেখাপড়া জানা মেয়েরা বিধবা হবেই’। তবুও থামেনি এগিয়ে যাওয়ার লড়াই তিল তিল করে হাজার বছরে মেয়েরা অর্জন করে নিয়েছে মেধা ও শক্তি, আজ অর্ধেক আকাশ জুড়ে পেয়েছে সে অবাধ অধিকার। মেয়েদের এই নিজস্ব ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না কবি তাই বলেছেন —

> “আজ আমাদের কমপিউটার দিবসে
> এসো হাত রাখি নারি-ডট-কম বোতামে
> মেয়েদের এই নিজস্ব ইতিহাসটা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 457 - 464
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিরক্ষরতা থেকে নারি-ডট-কম

… …

করতলগত আমলকী এই দুনিয়া
বোতাম টিপলে মেয়ের হাতের মুঠোয়
একদিন যাকে অক্ষরজ্ঞান দাওনি
তার হাতে আজ কমপিউটার বিশ্ব।"[৫]

মল্লিকার কবিতা নারীর ঝাঁঝালো প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নারীর প্রেমমনস্তত্ত্বও ধরা পরেছে তার কোনও কোনও কবিতায় —

"যেই না তুই আঙুল চেপে
ধরলি মন্দ্রিম
বাজল ঢাক বসন্তের
বুকে দ্রিদিম
শব্দ তুই শুনে ফেললে
কী লজ্জা!
… …
তবুও তোকে চাই আমার
গহন নীল স্বপ্নে
কলঙ্কের লজ্জাভয়
তুই না হয় সব নে
তুই আমায় জাপটে ধর
জড়িয়ে ধর চুম্বনে
আমায় নিয়ে পালিয়ে চল
স্বপ্ননীল ঘুমবনে।"[৬]

মল্লিকার প্রেমের ভাষা বড় বেশি পরিস্কার তাতে প্রতারণার মুখোশ থাকে না। তাঁর কবিতার নারীরা কোমল, এলিয়ে পড়া, পেলব, সমর্পিত কখনই নয়। বরং চিন্তার স্বচ্ছতায় সাহসী এবং স্পষ্টভাষী। তাঁর নারীভাবনায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি মিলে মিশে একাকার। যুগ যুগ ধরে চলে আসা আবহমান নারীভাবনার বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রশ্নচিহ্ন যেন। তাঁর নারীদেরও মন আছে, নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে, কিন্তু পুরুষের হাতের খেলনা নয় কখনও। একুশ শতকের বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বদলে গেছে প্রেমের ভাবনা এবং ভাষাও। তাঁর কবিতার নারীরাও প্রেমিকা তবে নিজের নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের চরণে প্রণত হয়ে প্রেম নিবেদন করে না কেবল—

"পুরুষ, ওগো মহামহিম পুরুষ
তোমাকে সেই প্রথম দিনেই বলেছিলাম আমি
চাই না হতে নিষ্ক্রিয়তার পেলব ছবি
চণ্ডীদাসের রামী
তোমাকে চাই, সঙ্গে চাই সমান সমান
আকাশ মাটি কুঞ্জবিলাস, স্বামি"[৭]

কবিতায় নারীকে পুনর্জীবিত করে তুলেছেন তিনি। নারীর প্রতিবাদী ভাষা প্রাণ পেয়েছে তার কবিতায় —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 457 - 464
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"হে পুরুষ!
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে!
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
তার মুখ কালো করে দিতে চাও। বলো...
তোমরা যে গ্রন্থ লেখো সেই গ্রন্থ আমরাও উলটে দিতে পারি
শোন কর্ণ, শোন সভাজন
তোমাদের ছাইপাঁশ বিধিনিষেধের দিকে একটি বঙ্কিম প্রশ্ন আমি"[৮]

কবিতা লেখার জন্যই কবিতা লিখতে আসেননি তিনি বরং কবিতার মাধ্যমে দিতে চেয়েছে সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, আর ভাষাকে হাতিয়ার করেই সেটি চমৎকার ভাবে করেছেন তিনি। কোথাও কোথাও ভাষার চমৎকারীত্বে পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেছে। বর্শা ফলকের মত তার কাব্যভাষা ছিন্ন ভিন্ন করেছে সাংকেতিক কুয়াশাকে। এত স্পষ্ট ভাষায় কবিতা লিখেছেন মল্লিকা ভাবলে অবাক হতে হয়। আজকের তরুণী কবিরা যে ভাষায় কবিতা লেখেন সে ভাষার নির্মাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। তার ভাষা কারুকার্যের দু'একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিস্কার হবে —

"কখনো বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণিহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?"[৯]

আশির দশকের এক তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মল্লিকা সেনগুপ্ত। তার কবিতায় বার বার এভাবেই উঠে এসেছে প্রান্তিক, অসহায়, কোণঠাসা বাঙালি মেয়েদের কথা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়েও নারীদের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন তিনি এক হার না মানা দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে।

নিজেকে শুধুমাত্র কবিতার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেননি মল্লিকা সেনগুপ্ত। লিখেছেন একাধিক প্রবন্ধ উপন্যাস ইত্যাদি গ্রন্থ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র' (২০০২) 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' (১৯৯৪), 'সীতায়ন' (১৯৯৬), 'শ্লীলতাহানির পরে' (১৯৯৭) 'কবির বৌঠান' (২০১১)।

সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা 'পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র' গ্রন্থটি পুরুষ এবং পুরুষতন্ত্রকে কেন্দ্র করে লেখা। পুরুষ মানেই নারীর শত্রু একথা মানতেন না মল্লিকা, বরং তিনি বিরোধী ছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার। যা একদিকে প্রয়োজনে নারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেছে আবার অন্যদিকে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে নারীকে দাসী বানিয়ে আধিপত্য, শোষন, নিগ্রহ চালিয়েছে তারই সুন্দর আলেখ্য তুলে ধরেছেন মল্লিকা 'পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র' গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিকাশ গ্রন্থ ভবন থেকে। উৎসর্গে লেখা ছিল - "যিনি আমার লেখা উস্কানিমূলক বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন, সেই মধ্যযুগের অন্ধকারকে এবং যিনি আমার সৃষ্টিছাড়া লেখার মধ্যে উজ্জীবন খুঁজে পান, সেই আগামীর অগ্নিশিখাকে..." পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে মল্লিকার এ এক দৃঢ়চেতা প্রতিবাদ, যে প্রতিবাদ মল্লিকার সহজাত। একদিকে নারীর প্রতি অত্যাচারের খবর অহরহ জায়গা করে নিচ্ছে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় অন্যদিকে মাতৃপূজার নামে অপমানিত হচ্ছে নারী মল্লিকা তাই বলেছেন—

> "যখন মেয়েদের প্রতি হিংস্রতার খবরে ভরে যায় সংবাদপত্রের পাতা; যখন মাতৃপূজার নামে মেয়েদেরই অপমান চলে; যখন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় স্বল্পবাসে মার্জারগমন করাকেই নারীমুক্তির শিখর বলে প্রচার করা হয়; যখন একদিকে ঘটা করে পালিত হয় নারী ক্ষমতায়ন বর্ষ আর অন্যদিকে তন্দুরে পুড়ে মরতে

> মরতে কমতে থাকে নারী জনসংখ্যা আর একদল লোক যেন কিছুই হয়নি, মেয়েরা যেমন আছে ভালোই আছে, এমন ভাব করেন, রাগে গা রি রি করে!"[১০]

আর নারী তার ওপর হওয়া নিপীড়ন মুখ বুজে নীরবে মেনে নিচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রমী মেয়ের দল যদিও তারা সংখ্যায় অল্প। এবং পরিবার ও পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের জন্য প্রস্তুত নয়, তবুও এঁরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের মতো করে। জায়গা করে নিচ্ছে মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ফ্যাশন টেকনোলজিতে, ম্যানেজমেন্টে, সরকারি অফিসে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে, গানের মঞ্চে, অ্যাথলেটিক্সের ট্রাকে। কারণ সবকিছুর মূলে অনিবার্য শর্ত মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বনির্ভরতা।

'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এবং একটার পর একটা প্রতিবাদী চিঠি আসতে থাকে। ফলে সহজেই বোঝা যায় গ্রন্থটি পুরুষতন্ত্রের ধজ্বাধারীদের মেল ইগোতে আঘাত হেনেছিল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে। গ্রন্থটির ব্লারবে লেখা হয়েছিল— "কীভাবে শিশুকন্যা ধীরে-ধীরে সমাজের মনোমত নারী হয়ে ওঠে, যা-কিছু পৌরুষের প্রতীক বলে ভাবে সমাজ তারই বিপরীত লক্ষণগুলি দিয়ে কী কৌশলে চলে নারীত্ব-নির্মাণ, কীভাবে এই লিঙ্গ-বিভাজন নারীর জন্য তৈরি করে অসাম্য ও বঞ্চনার আপাত-অদৃশ্য চোরাবালি, কীভাবে নারীর বিদ্রোহকে বারবার চাপা দেওয়া হয়েছে এবং আজও হয়— এ বইতে তারই বিস্তৃত, ব্যাপক, বিশ্লেষণী অনুসন্ধান। সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, সমূহ শাস্ত্র মন্থন করে, কবিতা ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়ে এ-এক নতুন মানবী বিদ্যা, যা প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলবে একচক্ষু সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলিকে। তুলবে নতুন বিতর্কের ঝড়।" বইটিতে মোট ৯টি প্রবন্ধ আছে। সেগুলি হল - স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, পিতার পৃথিবীতে, নারীমুক্তি বিষয়ে একটি কাল্পনিক বিতর্ক, নারীবাদের জনক-জননীরা, মাতৃত্ব ও সামাজিকীকরণ, অর্থনীতির পক্ষপাত : ভর্তা বনাম গৃহবধূ, খোলনলচে বদলে ফেলুন পরিবারের, পিতৃতন্ত্রের ভাষা ও প্রতীক, নারীর নিজস্ব ভাষা। আসলে নারী হয়ে কেউ জন্মায় না নারী হয়ে উঠতে হয় সমাজেরই প্রয়োজনে। এই নারী হয়ে ওঠা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা প্রতিনিয়ত সমাজে ঘটে চলেছে। জন্মের পর থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধের মাধ্যমে একটি শিশুকে নারী বা মেয়ে করে তোলা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পণ্য হিসেবে মনে করা হয়। সেই সূদুর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর এই অবস্থার বদল হয়নি একরত্তিও। লিঙ্গের কৃত্রিম ধরনা ও বিভাজনের জন্য আচরণে, সাহিত্যে, দর্শনে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওই ধারণা রয়েছে। এসবরেই তীব্র বিরোধী মল্লিকা তার কাছে 'নারীবাদ মানেই ডিভোর্স নয়, নারীবাদ মানেই দশটা ছেলের সঙ্গে শোয়া নয়, নারীবাদ মানে লেসবিয়ানইজমও নয়, নারীবাদ মানে কখনই সন্তানের অবহেলা নয়, সমাজ ছারখার করা অনাসৃষ্টি নয়। কিন্তু নারীবাদ মানে প্রশ্ন তোলা, অবিরাম, অনিঃশেষ প্রশ্ন। পক্ষপাতের বিরুদ্ধেই নারীবাদ প্রশ্ন তোলে।' তবুও শেষ পর্যন্ত আশাবাদী মল্লিকা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন নতুন সমাজে নতুন পুরুষ একদিন নতুন মানবীর যোগ্য হয়ে উঠবে।

'সীতায়ন' খুবই প্রাসঙ্গিক একটি গ্রন্থ। মল্লিকা তাঁর প্রথম উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন রামায়ণের উপেক্ষিত চরিত্র সীতাকে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৯৬ সালে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'এই সময়ের সীতাদের'। আমরা এতদিন শুনে এসেছি রামায়ণ, কিন্তু তিনি শুনিয়েছেন সীতার কাহিনী সীতায়ন। সেই সীতা আজন্ম চরম দুর্ভাগ্য যার ছায়াসঙ্গিনী। রামায়ণের চরিত্র গুলোতে প্রচন্ড রকম মানবত্ব আরোপ করে সমসাময়িক বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেকালের সমাজ ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম, অনার্য সমাজ, নারীর অবস্থা এগুলোই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। রাজা রামকে দেখানো হয়েছে একজন যোদ্ধা হিসেবে যে নিজেকে সুপার হিউম্যান ভাবে। রাবণ একজন ধর্ষণ কারী রাজা। নারীদের করুণ অবস্থা যেন প্রতিপদে ফুটে উঠেছে। সীতা এখানে শুধুমাত্র দেবী নন রক্তমাংসের স্বাধীন স্বতন্ত্র এক নারী। এর আগেও অসংখ্য গল্প-উপন্যাস সীতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যার উপজীব্য বিষয় অবশ্যই সীতার অগ্নিপরীক্ষা, নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, তবুও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা এই উপন্যাসটি আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে উপস্থাপন নৈপুণ্যে। উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে সীতার নির্বাসন দিয়ে। কিন্তু তারই সঙ্গে চলছে আরও একটি গল্প, আর্য-

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 457 - 464*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

অনার্যের সংঘাত। রাবণ পরবর্তী যুগে রাক্ষস তথা অনার্যদের অবস্থান। উত্তর ভারতের বহু প্রচলিত শম্বুকের কাহিনী, অনার্য রমনীর ভালোবাসার গল্প, শূর্পনাখা ছাড়াও মিত্রা আর শম্বুকের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে । অনার্যকুলের কাছে সীতা দুর্গ্রহ সদৃশ, তবুও অনার্য যুবকগন ত্রিশোর্ধ্বা সীতাকে মনে মনে কামনা করে, আপন রমণীকুলকে হেয় করে। দুটি আর্য রমণীর অসম্পূর্ণ প্রেমও দেখানো হয়েছে । সীতাও যেমন রামকে ভালোবেসেও প্রেম পাননি, তেমনই দেবী আত্রেয়ীও ঋষি বাল্মিকীর আজীবন সেবা করেও মন পাননি। তিনি আশ্রমসেবিকা হয়েই থেকে গেছেন। পুরুষ চিরকালই নারীর সেবা নেয়, কিন্তু, তার মন বোঝে না।

অনর্থক আর্য-অনার্যের সংঘাত, ব্রাহ্মণকুলের ষড়যন্ত্র, এসবের মধ্যেই রয়েছে বাল্মিকীর মতো মানুষও, যিনি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করেন, অগস্ত্যর মতো রক্ষণশীল নয়, কিন্তু তাও রামচন্দ্রের দোষত্রুটিগুলি ভাষার অলংকরণে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কেন? তিনি পরাক্রমশালী রাজা বলে? সীতার অগ্নিপরীক্ষার একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখিকা, ঠিক সেরকমই পাতালপ্রবেশের। কে এই দেবী বসুন্ধরা সয়ংম্প্রভা? সীতার অল্টার ইগো? সীতাও এমনই স্বাধীন মহিলা হতে চেয়েছিলেন, পুরুষের অনুগামিনী হতে চাননি। স্বয়ংম্প্রভার চরিত্রটি সবচেয়ে পৃথক, ইনি প্রেমাস্খিনী নন, বরং স্বীয়তেজে বলীয়ান, একাই রথচালনা করেন, তপোবনে থাকেন। এই স্বাধীন নারীই হয়ে ওঠেন জানকীর শেষ আশ্রয়স্থল। সীতার অপমানকে বাল্মিকী অলৌকিকতায় মুড়ে দিয়েছেন, তেমনই রামের অপরাধবোধকেও। দুটি অদ্ভুত সামাজিক প্রথার কথা ফুটে উঠেছে। হিরণ্যগর্ভ-এটি স্যান্সক্রিটাইজেশনের মতো, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনার্য রাক্ষসগণকে শূদ্রবর্ণে বর্ণান্তরিত করা হয়। তারপর তাদের বিভিন্ন সেবাকার্য্য দেওয়া হয়, কিন্তু বেদচর্চা ও তপস্যার অধিকার নৈব নৈব চ। আর্য বালকদের উপনয়ন আর অনার্যের হিরণ্যগর্ভ দুটো প্রথাই মাতৃগর্ভ হতে জন্মকে অশুদ্ধ বলে। তাহলে যে মা কষ্ট করে জন্ম দেন তাঁর গরিমা কোথায়? দ্বিতীয় অদ্ভুত প্রথা হল অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, রাণীদের মৃত অশ্বের সাথে রাত কাটানোর প্রথা। এসবই লেখিকা মরমি মনের দরদ ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসটিতে।

সমাজে শ্লীলতাহানির শিকার হয়ে চলেছে মেয়েরা অহরহ। এই বাজে একটি পরিস্থিতি তাদের জীবনকে রক্তাক্ত করে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। শ্লীলতাহানি আর যৌন উৎপীড়ন শুধু মেয়েদের সমস্যা নয়, এটা মনুষ্যত্বের অপমান, ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর কুঠারাঘাত বলেই মনে করেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। যুগে যুগে নারীকে শুধু পুরুষের ভোগ্যপণ্য ভাবা হয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মল্লিকা। তাই তিনি 'শ্লীলতাহানির পরে' এর মতো একটা উপন্যাস লিখতে পেরেছেন। উপন্যাসে আমরা দেখি মন্দিরা রায়, একজন রাজনৈতিক কর্মী এবার যিনি বিধানসভায় দাঁড়াচ্ছেন তার চরিত্র অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত কালিমালিপ্ত নয়। স্থানীয় লোকেরা তাকে ভালোবাসে। পুরুলিয়ার একটি নার্সিংহোমের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী আদিবাসী রমণী মালতিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে নার্সিংহোমের মালিক কিন্তু অন্যায়কারী প্রভাবশালী হওয়ায় কেউই মালতির পাশে দাঁড়ায়নি। পার্টির পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য মন্দিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি কেসটাকে টেকআপ করবেন। তার স্বামী বিজন রায় একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বস। সে অফিসের অধস্তন কর্মচারী এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দু-একদিনের একটা ছোট ট্যুরে যায় বালাসোর চাঁদিপুরের সমুদ্রতটে। সেখানেই বিজন ঘটিয়ে ফেলে একটি অঘটন। অফিসেরই কর্মী রিকির প্রতি বিজন দুর্বলতা প্রকাশ করলেও রিকি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু বিজন নাছোড় সে অনেকরকম বোঝানোর চেষ্টা করেছে রিকিকে সে ভালোবাসে। রিকির কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া না পেয়ে অন্য পথ ধরে বিজন, রিকিকে সে রেপ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু অন্যেরা চলে আসায় নিরস্ত হয়ে বিজন পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। ঘটনাটা নিয়ে চরম তোলপাড় শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত কেসটা কোর্টে ওঠে। স্বামী যখন সেক্স হ্যারাসমেন্টে অভিযুক্ত আর কিইবা করবেন মল্লিকা? একদিকে তার স্বামী অন্যদিকে ভিকটিম রিকি। একটা নারী হয়ে কার পক্ষ নেবে সে? অনেক ভাবনা চিন্তার পরে শেষপর্যন্ত সে রিকিকে ফোনটা করেই ফেলে —

> "এই ঘটনা আপনাকে যত আঘাত দিয়েছে আমাকে হয়তো তার চেয়ে বেশি আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে। হবেও। আপনি আর আমি দু'জনেই ভিকটিম, দুভাবে। দরকার হলে, খুব দরকার হলে, আমাকে বলবেন।"[১১]

চরম দোটানায় পড়েছে মন্দিরা। সে যখন মালতি মুদির কেসটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনে নামার জন্য তখন তার বরই ধর্ষণের চার্জে অভিযুক্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বামীকে অবিশ্বাস করতে তার মন চায় না কিন্তু অন্যদিকে যে মনটা রাজনীতির পোড় খাওয়া সেখানে যেন অবিশ্বাস ছাড়াচ্ছিল। মন্দিরার মনে হয় তার চেতনা লোপ পেতে চলেছে। সম্পূর্ণ শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। মাথার কোষগুলো যেন সব ভোঁতা হয়ে গেছে। গভীর নিরাশার মধ্য দিয়ে মন্দিরা উপলব্ধি করে এবার একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে একটা অপশন বেছে নিতে হবে। হয় প্রেসকে বলতে হবে এসব বানানো, চক্রান্ত, বিজন নির্দোষ, অথবা রাজনীতি ছাড়তে হবে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়লে মন্দিরার জীবনে আর রইল কী?

'কবির বৌঠান' এটিই মল্লিকার তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে জানুয়ারী ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ করেন 'রোগশয্যার বন্ধুদের'। প্রায় ৩০০ পাতার উপন্যাস জুড়ে ঠাকুর পরিবারের অন্তঃপুরের নারীদের আত্ম-উন্মোচন ঘটিয়েছেন মল্লিকা এই উপন্যাসে। সাবেকিআনা, প্রথাগত ধারণা, বাধা নিষেধের বেড়াজাল তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারও এসবের ব্যতিক্রম ছিল না। ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন চরিত্ররা ভিড় করে এসেছে এই উপন্যাসে। একদিকে যেমন আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর কথা তেমনই আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কাদম্বরী দেবী তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন বৌঠনের কথা।

মল্লিকা তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস ক্ষুরধার গদ্যে, গবেষণালব্ধ প্রয়াসে নতুন রূপে পাঠকের দরবারে হাজির করেন। যা পাঠ করে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয় পাঠক। পাঠকের সামনে ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আর এভাবেই মল্লিকা সেনগুপ্ত হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

**Reference:**

১. মল্লিকা, সেনগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা, ৭০০০৭৩ পূর্বকথা
২. সামন্ত, সুবল, বাংলা কবিতা : সৃষ্টি ও স্রষ্টা (তৃতীয় খণ্ড), (সম্পাদিত) জানুয়ারি ২০০৬, এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩- প্রতিবাদী বর্ণমালা: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা- তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৩০-৩৩১
৩. মল্লিকা, সেনগুপ্ত, কবিতা সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০৯ 'আমার দুর্গা' পৃ. ৪১০
৪. তদেব. 'মা', পৃ. ১৬৫
৫. তদেব. 'নারি-ডট-কম' পৃ. ৩২২-৩২৩
৬. তদেব. 'স্বপ্নে লেখা চিঠি' পৃ. ৩১৭
৭. তদেব. 'পুরুষকে লেখা চিঠি—২' পৃ. ৩৫৬
৮. তদেব. 'দ্রৌপদীজন্ম' পৃ. ২০৯
৯. তদেব. 'আপনি বলুন, মার্কস' পৃ. ১১৫
১০. মল্লিকা, সেনগুপ্ত, গদ্য সমগ্র, এপ্রিল ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০৯ 'পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র' পৃ. ৫৭৫
১১. তদেব. 'শ্লীলতাহানির পরে' পৃ. ১৭৩